উপ পরিচালকের কার্যালয়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
কক্সবাজার

বিষয় : গত বছরের (২০১৯-২০) তুলনায় (২০২০-২১) অর্থ বছরে আমন আবাদ ও উৎপাদন বা গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ?

১. গত বছর (২০১৯ -২০) আমন আবাদ ছিল = ৭৪,৫০০ হেঃ ।

(২০২০ - ২০২১) বছর লক্ষমাত্রা ৭৮০০০ হেঃ। আরো ৪৫০০ হেঃ আবাদ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে এবং ধানের মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষক আগ্রহী ।

২. পুরানো জাত পরিবর্তন ও ব্রির সর্বাধুনিক জাত সমুহের মান সম্পন্ন বীজ (ব্রিধান ৪৯, ব্রিধান ৩৩, ব্রিধান ৭৫, ব্রিধান ৭২ আবাদ সম্প্রসারণে) পর্যাপ্ত বীজ বিএডিসি, প্রাইভেট কোং এবং কৃষক পর্যায়ে ডিএই এর রাজস্ব ও ফলোআপ প্রদর্শনীর বীজ সংরক্ষিত আছে ।

৩. আদর্শ বীজ তলায় মান সম্পন্ন চারা উৎপাদনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ।

৪. সুষম সার ও সঠিক বয়সের চারা রোপনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ।

৫. বিলম্বে ধানের বয়স্ক চারা রোপন নিরুৎসাহিত করার জন্য কৃষক সমাবেশ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদার করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ।

৬. জলাবদ্ধ জমিতে নাবি জাত (বিআর ২২,২৩, .. রোপন ও সম্পুরক সেচ প্রদানে কৃষকদের উৎসাহিত করা হবে ।

৭.আমন আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য (কভিট ১৯ উপলক্ষে) ইতিমধ্যে এফএও কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের পরামর্শে ২৪০০০ হাজার কৃষককে (২৪০ মেট্রিক টন) ব্রিধান ৪৯ জাতের বীজধান বিনামূল্যে বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং জুন ১০ তারিখের মধ্যে বীজ বিতরণ সম্পন্ন হবে ।

আসন্ন রবি ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি কি কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে ?

ক) বোরো ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণে :

১)পুরাণো জাত প্রতিস্থাপন ও উফশী জনপ্রিয় সর্বাধুনিক জাতসমুহের বীজ (ব্রিধান ৫৮, ৬৭, ৭৫ , ৮১,৮৯ ...বিণাধান ১৬,১৭) বিএডিসি ,প্রাইভট কোং এবং ডিএই এর রাজস্ব ও ফলো আপ প্রর্দশনীর বীজ কৃষক পর্যায়ে যথেষ্ট পরিমাণ সংরক্ষিত আছে ।

২. সুষম সার (ডিএপি) সার, সঠিক বয়সের চারা রোপণ ও রোগ পোকা দমণের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে ।

৩. সময়মত সেচযন্ত্র ও রাবার ড্যাম চালুকরণে কৃষক ও সংশ্লিষ্টদের আগাম প্রস্তুতি গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে ।

৪. সমলয়ে ধানের বীজতলা তৈরি, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দ্বারা চারা রোপণ এবং ধান কর্তনে রাইস হার্ভেস্টার ব্যবহার বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ।

ভুট্টা : ক) আবাদ সম্প্রসারণে (৪৭৭ হেঃ থেকে ৫৫০ হেঃ) পরিকল্পণা গ্রহণ ও কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম জোড়দার করা হচ্ছে । জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

খ) হাইব্রিড জাতের বীজ (এফ ১) প্রাপ্তি সহজ লভ্য করার জন্য বীজ কোং গুলোর সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে ।

গ) বীজ বিক্রয়ে মার্কেট লিংকেজ জোরদার হরা হচ্ছে ।

সরিষা/ চীনাবাদাম :

ক) সরিষা আবাদ সম্প্রসারণ (৪৫০ হেঃ থেকে ৫৫০ হেঃ) পরিকল্পণা গ্রহণ করা হয়েছে ।

খ) নিম্নফলনশীল জাত (সরি ৭/রাই) প্রতিস্থান করে স্বল্প জীবনকাল বিশিষ্ট উফশী জাত (বারি সরিষা ১৪, ১৬, বিণা সরিষা ১০, ১১) বীজ প্রাপ্ত ডাল, তেল বীজ প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যায়ে সহজ লভ্য করা হয়েছে । সরিষা চাষের প্রতি কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে ।

গ) কৃষকদেও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে ।

ঘ) সুষম সার, সঠিক সময়ে বীজ বপন, সালফার ও বোরণ সার ব্যবহার, সঠিক সময়ে সেচ প্রদান ও জমিতে মৌচাষ বিষয়ে কৃষকদের উৎসাহিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ।

ঙ) ১. চীনাবাদাম (৩০০ হেঃ- ৪৫০হেঃ) আবাদ সম্প্রসারণ । নদীর চর এলাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাদাম চাষে কৃষকদের আগ্রহ বেড়েছে ।

২. ত্রিদানা বীজ সহজ লভ্য করার জন্য বিএডিসিকে চাহিদা দেওয়া হবে ।

৩. ফলন বৃদ্ধিতে জিএপি জোরদারকরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ।

ডাল ফসল : ফেলন ও ফরাস সীম আবাদ সম্প্রসারণ। জেলায় একটি জনপ্রিয় ডাল ফসল। মিশ্র ফসল হিসেবে (ফরাস সীম) অধিকাংশ কৃষক সবজি ফসলে চাষ করেন।

শীতকালীর সরজি :

১. উফশী ও হাইব্রিড জাতের মান সম্পন্ন বীজ সময়মত প্রাপ্তি সহজ লভ্য করার জন্য বিএডিসি ও বীজ কোং গুলোকে তাগিদ দেওয়া হবে ।
২. মান সম্পন্ন চারা উৎপাদন ও ব্যবহারে কৃষকদের প্রশিক্ষন দেওয়া হচ্ছে ।
৩. সবজির রোগ পোকা দমনে জৈব বালাইনাশক ও ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারে উদ্বুদ্ব করা হচ্ছে ।
৪. সুষম সার, জৈব সার, ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরি ও ব্যবহারে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে ।
৫. সবজি চাষ ও সেচ প্রদান সহজ করার জন্য এফএও এ বছর ৯২ টি সেচ পাম্প ও ১২৫টি পাওয়ার টিলার টেকনাফ, উখিয়া, সদর ও রামু উপজেলার ৩০০০ কৃষকের (গ্রুপ) মাঝে বিতরণ করেছে ।

মো. আবুল কাশেম
উপ পরিচালক, ডিএই, কক্সবাজার